দৈনিক খবর

তারিখ ... 19 JUN 1991
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩

25

২৫
২৬

ঢা.বি. সিনেট অধিবেশন

তাদের আধিপত্যের চেষ্টার মাধ্যম হচ্ছে অস্ত্রের জোর ঃ ভিসি

।।স্টাফ রিপোর্টার।।

গত ১৫ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যেকার সংঘর্ষে কোন প্রাণহানি হয়নি উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা বলেছেন, ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন যতই কাছে আসছে বিভিন্ন সংগঠন ততই তাদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে এবং এ

২-এর পাতায় দেখুন

তাদের আধিপত্যের চেষ্টার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চেষ্টার মাধ্যম হচ্ছে অস্ত্রের জোর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের তিন দিনব্যাপী বাজেট অধিবেশনের গতকাল মঙ্গলবার প্রথম দিনের বক্তব্যে উপাচার্য একথা বলেন। আজ বুধবার দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করা হবে।

গত এক বছরে ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলোর গতিবিধি উল্লেখ করে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান বলেন, ছাত্র সংগঠনগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক মাঝে মাঝে খুব নিম্নস্তরে নেমে যায় এবং কখনও কখনও তারা এমন বৈরী মনোভাব নিয়ে মুখোমুখি হয় যে, তার পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। কখনও এক সংগঠনের সাথে আরেক সংগঠনের সংঘর্ষ আবার কখনও একই সংগঠনের মাঝে অভ্যন্তরীণ কলহের ফলে ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হচ্ছে।

ছাত্র সংগঠনগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা সম্পর্কের বিষয়ে বর্তমান প্রশাসন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসমুক্ত তা আদৌ বলা যাবে না। গত এক বছরে ক্যাম্পাসে কয়েকবার গোলাগুলী বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে এবং প্রাণহানি না ঘটলেও গুলীবিদ্ধ বা ছুরিকাহত হয়েছে। আমরা ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনা, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তার মাধ্যমে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঠেকিয়ে রেখেছি। তবে যে কোন সময় তা বিস্ফোরিত হতে পারে।

উপাচার্য বলেন, সন্ত্রাস বহিরারোপিত এবং ক্যাম্পাসে ব্যবহৃত অস্ত্রের উৎসও ক্যাম্পাসের বাইরে। অতএব তা নিরসনের উপায় হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর তাদের অঙ্গ সংগঠনগুলোকে সংযত রাখার অঙ্গীকার, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর দক্ষতা এবং প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা।

অঙ্গ ছাত্র সংগঠনগুলোকে সংযত রাখার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান বলেন, অন্যথায় জাতি ও দেশের ভবিষ্যত তমাশাচ্ছন্ন হতে বাধ্য।

উপাচার্যের বক্তব্যের ওপর আলোচনা করেন অধ্যাপক ম. আক্তারুজ্জামান, অধ্যাপক মশিহুজ্জামান, অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন, অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, অধ্যাপক শহীদুদ্দীন, অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, অধ্যাপক শাহাদত আলী, তৌহিদুল আনোয়ার, এ এন রাশেদা, খায়রুল কবির খোকন, ফজলুল হক মিলন ও মনিরুজ্জামান মনির।

অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন বলেন, সম্প্রতি ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধের লক্ষ্যে উপাচার্য রাজনৈতিক নেতাদের একটি বৈঠক আহবান করেন এবং মওলানা নিজামীর আগমনের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বৈঠকটি শেষ পর্যন্ত হয়নি। উপাচার্যের ভাষণে এ বিষয়ে উল্লেখ থাকা দরকার ছিল।

অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, উপাচার্যের বক্তৃতায় একটি সুরই ধ্বনিত হয়েছে- আমি, আমি, আমি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মানে উপাচার্য একা নন। বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রতিষ্ঠান।

অধ্যাপক শহীদুদ্দীন বলেন, অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিন অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা মনোনীত হওয়ার ক্ষেত্রে উপাচার্যের কোন কৃতিত্ব আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু বক্তব্য যেভাবে এসেছে তাতে তাই-ই মনে হয়। এ কৃতিত্ব যদি দাবী করেন তবে উপাচার্য হবার কোন যোগ্যতা তাঁর নেই।

বর্তমান উপাচার্য সেশন জট নিরসনে কার্যকর কোন উদ্যোগ না নেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আজ সন্ত্রাসের বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা প্রতিদিনই আতংকিত থাকি।

সিনেটের অধিবেশন আজ বুধবার বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে।